খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ,২০২৪' এর ধারা ২৫(ক)(২) মোতাবেক
সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ৮ম সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি ঃ **জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার, প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।**
পরিচালনায় ঃ জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান ঃ শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ ঃ ১৭/০৯/২০২৫খ্রি. বুধবার, বেলা ২.৩০ ঘটিকায়।

সভায় উপস্থিত সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ ঃ

১	অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ	৮	প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, খুলনা
২	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ	৯	প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা
৩	সদস্য, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১০	প্রতিনিধি, বন অধিদপ্তর, খুলনা
৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা	১১	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ),খুলনা
৫	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা	১২	উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, খুলনা
৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, খুলনা	১৩	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা এর পক্ষে প্রতিনিধি
৭	পরিচালক, স্বাস্থ্য, খুলনা বিভাগ	১৪	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন

সভায় উপস্থিত কেসিসি'র ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ওয়ার্ড নম্বর
১	জনাব আবু সালেহ পাটওয়ারী	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১
২	জনাব আজিজুন নাহার বেলা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২
৩	জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান খান	কঞ্জারভেন্সি অফিসার	৩
৪	জনাব মোঃ আলমগীর কবির বিশ্বাস	নিরাপত্তা সুপারভাইজার	৪
৫	জনাব গাজী সালাউদ্দিন	এস্টেট অফিসার	৫
৬	জনাব গাজী সালাউদ্দিন	এস্টেট অফিসার	৬
৭	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৭
৮	জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা	স্টোর সুপার	৮
৯	জনাব এফ এম ফয়সাল	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৯
১০	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১০
১১	জনাব আসমাউল হুসনা	ড্রাফটসম্যান	১১
১২	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	সহকারী কঞ্জারভেন্সি অফিসার	১২
১৩	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম	সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার	১৪
১৪	জনাব আবির-উল-জব্বার	চীফ প্লানিং অফিসার	১৬
১৫	ডা: শরীফ শাম্মী উল ইসলাম	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (অতি: দায়িত্ব)	১৭
১৬	জনাব রেজবিনা খানম	আর্কিটেক্ট	১৮
১৭	জনাব মোঃ নাজমুল হক	সুপারিনটেনডেন্ট (এ্যাসেসমেন্ট)	১৯
১৮	জনাব সেলিমুল আজাদ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	২০
১৯	জনাব মুহ: ইমরান হোসেন	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অডিট)	২১
২০	জনাব প্রণব কুমার ঘোষ	এ্যাসেসর	২২
২১	ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস	ভেটেরিনারি সার্জন	২৩
২২	জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা	২৫
২৩	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৬
২৪	জনাব অমিত কান্তি ঘোষ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৭
২৫	জনাব মোঃ শাহীনুর জামান	উচ্চমান সহকারী, বর্তমানে প্রধান সহকারী হিসেবে কর্মরত, জনস্বাস্থ্য বিভাগ	২৮
২৬	জনাব শেখ হাফিজুর রহমান	চীফ এ্যাসেসর	২৯
২৭	জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০
২৮	জনাব শেখ শফিকুল হাসান	বাজার সুপার	৩১

সভার শুরুতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতপর তিনি কোরআন থেকে তেলাওয়াতের অনুরোধ জানালে কেসিসি'র মসজিদের ইমাম হাফেজ মোঃ হাবিবুল্লাহ পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা করেন। এ পর্যায়ে তিনি নির্দিষ্ট এজেন্ডা অনুযায়ী সভা পরিচালনা করার জন্য কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)-কে অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
১। গত ০৭/০৭/২০২৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)**, কেসিসি উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্বক বলেন, গত ০৭/০৭/২০২৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী সকলের সামনে বোর্ডে দেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে যদি কোন সংশোধন বা পরিবর্তন থাকে তবে তা বলার অনুরোধ জানান। **জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-৮**, কেসিসি বলেন, ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণীর ১২নং এজেন্ডায় আলোচনা অংশে একটু ভুল আছে। কেসিসি'র সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব লস্কার তাজুল ইসলামের বক্তব্যে "চাকরিচ্যুত ১৯(উনিশ) জন শ্রমিক" এর স্থলে "কর্মরত ১৯(উনিশ) জন শ্রমিক" হবে এবং তার নিজের বক্তব্যে "চাকরিচ্যুত ১৯(উনিশ) জন শ্রমিকের চাকরি পূনর্বহালের পরিবর্তে "কর্মরত ১৯(উনিশ) জন শ্রমিকের বিষয়ে" কথাটি প্রতিস্থাপন হবে মর্মে তিনি সভাকে অবগত করেন। **জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-৩০**, কেসিসি বলেন, বিগত সভার কার্যবিবরণীর উক্ত বিষয়টি তৎকালীন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উত্থাপন করেছিলেন এবং ১২নং এজেন্ডায় সিদ্ধান্তে 'চাকরিচ্যুত' শব্দটি নাই। আলোচনা অংশে জনাব গাজী সালাউদ্দিনের বক্তব্যে স্পষ্ট বলা আছে যে, ১৯ জনের মধ্যে ৯ জনের অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তবে কর্মরত ১৯ জন আউট সোর্সিং হিসেবে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে বেতন পাবে, না-কি মাস্টাররোল ভিত্তিতে বেতন পাবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

চলমান

আলোচনা

জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), কেসিসি বলেন, ১৯ জনের বিষয়ে 'চাকরিচ্যুত' শব্দটি লেখার সময় ভুল হয়ে গেছে। এই ১৯ জনের মধ্যে জনাব মোঃ আমিনুর রহমান আউট সোর্সিং শ্রমিক হিসেবে গত ০৭/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখে নোটে অনুমোদন হয়েছে। জনাব মোঃ আলামিন গাজী, আকরাম মুন্সী ও মনির হোসেন ২৩/০৬/২০২০খ্রি. তারিখে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে আউট সোর্সিং শ্রমিক হিসেবে নোটে অনুমোদন হয়েছে। সাব্বির, ফুরকান চৌহদ্দী, আজিজুর রহমান ও আরেফিন জিলানী ০৬/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে আউট সোর্সিং শ্রমিক হিসেবে নোটে অনুমোদন হয়। এরপর ২৬/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে ৯ম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১/০৮/২০১৯খ্রি. তারিখ হতে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে আউট সোর্সিং শ্রমিক হিসেবে রাকিবুল, শহিদুল, জিহাদ, পারভেজ, হাসিব হোসেন, সুজন এর বিষয়ে বিএও-কে অনুরোধ করে নোটে অনুমোদন হয়। ২৪/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখ দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে অরূপ রতন মন্ডল, মিজানুর রহমান ও সুজুন চৌধুরিকে কাজে লাগানোর জন্য নোটে অনুমোদন হয়। আর একজন আছে সুমন কৃষ্ণ সাহা নিরাপত্তা শাখায় কাজ করছে, প্রশাসনিক শাখায় এর কোন অনুমোদন পাওয়া যায়নি। এই হিসেবে প্রশাসনিক শাখা ও কঞ্জারভেন্সি শাখার রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় ১৯ জনের মধ্যে ১৮ জনের নোটে অনুমোদন ও সমন্বয় সভায় অনুমোদন পাওয়া গেছে। শুধু এক জনের অনুমোদন নাই। তবে সে নিরাপত্তা শাখায় কাজ করছে। এগুলো সবই দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে আউট সোর্সিং শ্রমিক হিসেবে অনুমোদন হয়েছে। আউট সোর্সিং শ্রমিকের বেতন ১২,০০০/-টাকা আর মাস্টাররোল শ্রমিকের বেতন ১৮,০০০/-টাকা। আউট সোর্সিং শ্রমিক দৈনিক মজুরি ভিত্তিক এবং মাস্টাররোল শ্রমিক চুক্তিভিত্তিক। কিন্তু আউট সোর্সিং শ্রমিক মাস্টাররোলে বেতন পাচ্ছে কি না তা নিয়ে একটা জটিলতা তৈরি হয়েছিল। এ জটিলতার ভিত্তিতে তারা কি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিল সেই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি কোন মতামত দেয়নি।

জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা বলেন, আগে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নিয়ে ডাইরেক্ট আউট সোর্সিং লোক নিয়োগ দেয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা আছে কোম্পানীর/কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে আউট সোর্সিং এ লোক নেয়া যাবে। কোম্পানী আউট সোর্সিং লোককে কত টাকা বেতন দিবে সেটা তাদের ব্যাপার। বর্তমানে সরাসরি আউট সোর্সিং লোক নিয়োগ দেয়া যাবে না।

জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), কেসিসি বলেন, সিটি কর্পোরেশনে জনবল কম থাকার কারণে সব সময় শ্রমিক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন হয়। ১৯৮৪ সালের জনবল দিয়ে কেসিসি-তে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। করোনার সময় একটা অনুমোদন ছিল কেসিসি আউট সোর্সিং জনবল নিতে পারবে। সে ক্ষেত্রে বিগত সময়ে আউট সোর্সিং এ প্রায় ৪০৪ জন লোক নেয়া হয়েছে। কোম্পানীর/ঠিকাদারের মাধ্যমে আউট সোর্সিং লোক নিয়োগের আইন হওয়ার পর থেকে আউট সোর্সিং-এ লোক নেয়া হয়নি।

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার, কেসিসি বলেন, বর্তমানে কোম্পানীর মাধ্যমে আউট সোর্সিং-এ লোক নিয়োগ করার নিয়ম হয়েছে। এর আগে মন্ত্রণালয় থেকে ৩০০ লোকের অনুমোদন নেয়ার নিয়ম ছিল। মন্ত্রণালয় থেকে ৩০০ লোকের অনুমোদন নিয়ে কেসিসিতে সম্ভবত ২৮০ জন লোক নেয়া হয়েছিল। এ ধরনের লোক কিছু সংখ্যক অন্যত্র চলে গেছে বিধায় জনবল কমে গেছে। পরবর্তীতে CCUD-2 প্রকল্পে কোম্পানীর মাধ্যমে লোক নেয়া হয়েছে।

জনাব আবির উল জব্বার, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-১৬, কেসিসি বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে CCUD-2 প্রকল্পে ১২জনকে আউট সোর্সিং-এ লোক নেয়া হয়েছে।

চলমান

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
কেসিসিতে মাস্টাররোল শ্রমিক ও দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে আউট সোর্সিং শ্রমিক এর বিষয়ে গঠিত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিরবণীর ১২নং এজেন্ডায় আলোচনা অংশে "চাকুরিচ্যুত ১৯ জন" কথাটি বাদ দিয়ে "কর্মরত ১৯ জন" কথাটি প্রতিস্থাপন পূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন করে উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ০৭/০৭/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কেসিসি'র ৬ষ্ঠ মাসিক সভার কার্যবিবরণীর ১২নং এজেন্ডায় আলোচনা অংশে "চাকুরিচ্যুত ১৯ জন" কথাটি বাদ দিয়ে "কর্মরত ১৯ জন" কথাটি প্রতিস্থাপনসহ প্রয়োজনীয় সংশোধন করে আলোচ্য কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
২। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ০১ থেকে ৩১নং ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর ২২ ধারা অনুযায়ী মাসিক তাদের মূল বেতনের ১০% হারে কার্যভার ভাতা যা সর্বোচ্চ ১,৫০০/-(এক হাজার পাঁচশত) টাকা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ০১ থেকে ৩১নং ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর ২২ ধারা অনুযায়ী মাসিক তাদের মূল বেতনের ১০% হারে কার্যভার ভাতা যা সর্বোচ্চ ১,৫০০/-(এক হাজার পাঁচশত) টাকা প্রদানের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন পূর্বক তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-২৯,** কেসিসি বলেন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর ২২ ধারা মোতাবেক মাসিক বেতনের ১০% কার্যভার ভাতা পায়। কিন্তু অদ্যাবধি তাদের কোন ভাতা দেয়া হয় না। আইন অনুযায়ী এই ভাতা তাদের প্রাপ্য। তাই পিছনের বকেয়াসহ উক্ত ভাতা প্রদান করার অনুরোধ জানান। **জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-৭,** বলেন, উক্ত ভাতা সম্মানজনক হারে প্রদান করার বিনীত অনুরোধ করেন। **জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-৩০,** কেসিসি বলেন, তারা পূর্ব হতে দায়িত্ব ভাতা প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত ভাতা দেয়া হয়নি। আইনানুযায়ী তারা কার্যভার ভাতা প্রাপ্য হবেন। **জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার,** খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা বলেন, ওয়ার্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে কার্যভার ভাতা প্রদানের বিষয়ে প্রশাসক মহোদয় আইনের বাইরে কোন কিছু করার সুযোগ নেই। আইনে যেটা আছে তিনি সেটা দিতে পারবেন। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার,** কেসিসি বলেন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ওয়ার্ডের দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু তাদের কোন দায়িত্ব ভাতা দেয়া হয় না। তারা আইনে এই ভাতা পাবেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৫, ২০১৫ এর এস.আর ও নং-৩৬৯-আইনের ২২ ধারায় বর্ণিত উল্লিখিত হারে ভাতা প্রদানের কথা বলা আছে। কিন্তু পরবর্তীতে সংশোধন পূর্বক সর্বশেষ এস.আর ও নং-৩৭০-আইনে ২১ ধারায় উক্ত কার্যভার ভাতা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। তাই অত্র সভার আলোচ্য সূচি-২ এ ২২ ধারার পরিবর্তে ২১ ধারায় উক্ত কার্যভার ভাতা প্রযোজ্য হবে।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ০১ থেকে ৩১নং ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত এস.আর ও নং-৩৭০-আইনের ২১ ধারা অনুযায়ী কার্যভার ভাতা তাদের মূল বেতনের ১০% হারে সর্বোচ্চ মাসিক ১,৫০০/-(এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে অক্টোবর-২০২৫ মাস হতে বিধি মোতাবেক কার্যভার ভাতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বকেয়া কার্যভার ভাতা দেয়া যায় কিনা সে বিষয়ে অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৩। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত মাস্টাররোল (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) কর্মচারীদের দৈনিক বেতন ১০০/-(একশত) টাকা হারে বৃদ্ধি করা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-৩০,** কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত মাস্টাররোল (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) কর্মচারীদের দৈনিক বেতন ১০০/-(একশত) টাকা হারে বৃদ্ধি করার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন পূর্বক তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-২৯,** কেসিসি বলেন, বর্তমান বাজার দর হিসেবে ১০০/-(একশত) টাকা হারে বৃদ্ধি করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। **জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-৮,** কেসিসি বলেন, ১৯৯০ সালে মাস্টাররোলে লোক নেয়া হয়েছিল। মাস্টাররোলে এক নাগাড়ে ১০(দশ) বছর হয়ে গেলে তারা বাড়ি ভাড়া, যাতায়াতসহ অন্যান্য ভাতা সকল সুযোগ সুবিধা পাবে মর্মে ১৯৯০ সালের একটা প্রজ্ঞাপন জারি হয় এবং উক্ত প্রজ্ঞাপন সঠিক কিনা তা যাচাইয়ের জন্য কেসিসি থেকে মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়। মন্ত্রণালয় উত্তরে সেটা সঠিক বলে জানিয়েছিল। তাই মাস্টাররোল কর্মচারীদের দৈনিক বেতন ১০০/-(একশত) টাকা হারে বৃদ্ধি করলে আইনের কোন ব্যত্যয় ঘটবে না বলে তিনি জানান। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার,** কেসিসি বলেন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে মাস্টাররোল কর্মচারীদের দৈনিক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হারে বেতন দেয়া হয়। **জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-২৫,** কেসিসি বলেন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে মাস্টাররোল কর্মচারী যাদের ১০ বছর হয়ে গেছে তাদের সকলকেই গ্রেডভূক্ত করে নিয়েছে। ইতোপূর্বে কেসিসি'র সেটআপ অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়, তবে কোন সিদ্ধান্ত হয় নি।

চলমান

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), কেসিসি বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের ০২/১১/২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৮.০৩৫.২০১৫-৬৯০ নং পত্রের আলোকে এবং অর্থ বিভাগের ১২/১০/২০২০ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬৬.০৫৯.১৫ (অংশ-১)-৯৩ নং পত্রের মাধ্যমে অবগত হয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে মাস্টাররোল (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির বিষয়টি কেসিসি'র ০৫/১২/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩-তম সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের দৈনিক মজুরি ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা হারে বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে কেসিসি'র ২৯/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখের ১৮-তম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাস হতে মাস্টাররোল কর্মচারী/শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি আরো ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা হারে বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে তাদের দৈনিক মজুরি ৬০০/-(ছয়শত) টাকা হারে মাসিক ১৮,০০০/-(আঠার হাজার) টাকা বেতন দেয়া হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধগতির কারণে তারা মানবেতর জীবন-যাপন করছে বিধায় তাদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া মাস্টাররোল (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) উপসহকারী প্রকৌশলীদের বেতন বর্তমানে মাসিক ২০,০০০/-(কুড়ি হাজার) টাকা হারে প্রদান করা হচ্ছে, তারাও মাস্টাররোল কর্মচারী বিধায় তাদেরও দৈনিক ১০০/-(একশত) টাকা হারে বেতন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। **সভাপতিসহ** সভায় উপস্থিত সকল সদস্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত সকল মাস্টাররোল (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) কর্মচারী/শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১০০/-(একশত) টাকা হারে বৃদ্ধি করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত সকল মাস্টাররোল (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) কর্মচারী/শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১০০/-(একশত) টাকা হারে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাসের বেতন হতে কার্যকর হবে।	হিসাব বিভাগ ও কঞ্জারভেন্সি শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৪। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত বহিরাগত শ্রমিকদের দৈনিক ৭৫০/-(সাতশত পঞ্চাশ) টাকা হারে পারিশ্রমিক প্রদান সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** খুলনা সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত বহিরাগত শ্রমিকদের দৈনিক ৭৫০/-(সাতশত পঞ্চাশ) টাকা হারে পারিশ্রমিক প্রদানের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। অতপর তিনি বলেন, কেসিসিতে বহিরাগত শ্রমিকদের ৪০০/-(চারশত) টাকা হারে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে ৩০ দিনের হাজিরা বাবদ মোট ১২,০০০/-(বার হাজার) টাকা দেয়া হয়। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার এই রেট পরিবর্তন করে ৭৫০/-(সাতশত পঞ্চাশ) টাকা হারে দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করেছে এবং ছুটির দিন (শুক্রবার ও শনিবার) হাজিরা বাদ রেখে তাদের দৈনিক মজুরি ৭৫০/-(সাতশত পঞ্চাশ) টাকা হিসেবে মাসে ২২ দিনের হাজিরা বাবদ মোট ১৬,৫০০/-(ষোল হাজার পাঁচশত) টাকা হয়। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য গত ২৪/০৮/২৫খ্রি. তারিখে ৮২৮ নং স্মারকে ডিসিএ, খুলনা বরাবর পত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ায় উক্ত প্রজ্ঞাপনের উপর ডিসিএ মতামত দিতে পারেন না। এটা সরকারি সিদ্ধান্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জন্য দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে ৭৫০/-(সাতশত পঞ্চাশ) টাকা হারে মজুরি প্রদান করবে কি করবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে। উল্লিখিত শ্রমিকগণ প্রতি মাসে যে কয়দিন ডিউটি করবে শুধুমাত্র সেই কয়দিনের পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত বহিরাগত শ্রমিকদের শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতিরেকে মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে ৭৫০/-(সাতশত পঞ্চাশ) টাকা হারে মজুরি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে বর্ধিত মজুরির হার কার্যকর হবে।	হিসাব বিভাগ ও কঞ্জারভেন্সি শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৫। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রস্তুতকৃত "বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫" সভায় উপস্থাপন পূর্বক তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **প্রশাসক**সহ সভায় উপস্থিত সকলেই খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রস্তুতকৃত "বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫" অনুমোদনে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রস্তুতকৃত "বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫" অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা
৬। (ক) নূর নগর মুন্সিপাড়া রোডের পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ কাজের জন্য কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা ২৯,৯৪,০৯২.৮৭ (উনত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার বিরানব্বই দশমিক সাতাশি) টাকা অর্থাৎ ১১.০৭% অতিরিক্ত রিভাইস অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী,** কেসিসি নূর নগর মুন্সিপাড়া রোডের পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ কাজের জন্য কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা ২৯,৯৪,০৯২.৮৭ (উনত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার বিরানব্বই দশমিক সাতাশি) টাকা অর্থাৎ ১১.০৭% অতিরিক্ত রিভাইস অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি নূর নগর মুন্সিপাড়া রোডের পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ কাজের জন্য কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা ২৯,৯৪,০৯২.৮৭ (উনত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার বিরানব্বই দশমিক সাতাশি) টাকা অর্থাৎ ১১.০৭% অতিরিক্ত রিভাইস অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। উপস্থিত সকলেই নূর নগর মুন্সিপাড়া রোডের পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ কাজের জন্য কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা ২৯,৯৪,০৯২.৮৭ (উনত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার বিরানব্বই দশমিক সাতাশি) টাকা অর্থাৎ ১১.০৭% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নূর নগর মুন্সিপাড়া রোডের পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ কাজের জন্য কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা ২৯,৯৪,০৯২.৮৭ (উনত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার বিরানব্বই দশমিক সাতাশি) টাকা অর্থাৎ ১১.০৭% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(খ) পোর্ট কলোনীতে ভৈরব নদীর দিকে স্লুইচ গেট নির্মাণ কাজের জন্য ৪০,৩৪,২৪৯.২০ (চল্লিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ দশমিক কুড়ি) টাকা অর্থাৎ ৮.৯৫% রিভাইস অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী,** কেসিসি পোর্ট কলোনীতে ভৈরব নদীর দিকে স্লুইচ গেট নির্মাণ কাজের জন্য ৪০,৩৪,২৪৯.২০ (চল্লিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ দশমিক কুড়ি) টাকা অর্থাৎ ৮.৯৫% রিভাইস অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি পোর্ট কলোনীতে ভৈরব নদীর দিকে স্লুইচ গেট নির্মাণ কাজের জন্য ৪০,৩৪,২৪৯.২০ (চল্লিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ দশমিক কুড়ি) টাকা অর্থাৎ ৮.৯৫% রিভাইস অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। উপস্থিত সকলেই পোর্ট কলোনীতে ভৈরব নদীর দিকে স্লুইচ গেট নির্মাণ কাজের জন্য ৪০,৩৪,২৪৯.২০ (চল্লিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ দশমিক কুড়ি) টাকা অর্থাৎ ৮.৯৫% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পোর্ট কলোনীতে ভৈরব নদীর দিকে স্লুইচ গেট নির্মাণ কাজের জন্য ৪০,৩৪,২৪৯.২০ (চল্লিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ দশমিক কুড়ি) টাকা অর্থাৎ ৮.৯৫% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ
(গ) ওহাব সরণি খাল খনন (দুই পাড় বাঁধাই ও রাস্তা নির্মাণ) কাজের জন্য ৮৩,২১৫.৯১৯ (তেরাশি হাজার দুইশত পনের দশমিক নয় এক নয়) টাকা অর্থাৎ ০.০৫৯% (কম) রিকাষ্ট করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী,** কেসিসি ওহাব সরণি খাল খনন (দুই পাড় বাঁধাই ও রাস্তা নির্মাণ) কাজের জন্য ৮৩,২১৫.৯১৯ (তেরাশি হাজার দুইশত পনের দশমিক নয় এক নয়) টাকা অর্থাৎ ০.০৫৯% (কম) রিকাষ্ট করার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি ওহাব সরণি খাল খনন (দুই পাড় বাঁধাই ও রাস্তা নির্মাণ) কাজের জন্য ৮৩,২১৫.৯১৯ (তেরাশি হাজার দুইশত পনের দশমিক নয় এক নয়) টাকা অর্থাৎ ০.০৫৯% (কম) রিকাষ্ট করার অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। উপস্থিত সকলেই ওহাব সরণি খাল খনন (দুই পাড় বাঁধাই ও রাস্তা নির্মাণ) কাজের জন্য ৮৩,২১৫.৯১৯ (তেরাশি হাজার দুইশত পনের দশমিক নয় এক নয়) টাকা অর্থাৎ ০.০৫৯% (কম) রিকাষ্ট করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ওহাব সরণি খাল খনন (দুই পাড় বাঁধাই ও রাস্তা নির্মাণ) কাজের জন্য ৮৩,২১৫.৯১৯(তেরাশি হাজার দুইশত পনের দশমিক নয় এক নয়) টাকা অর্থাৎ ০.০৫৯% (কম) রিকাষ্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(ঘ) খানজাহান আলী রোড (রয়েল মোড় হতে রূপসা মোড় পর্যন্ত) তিনটি প্যাকেজে ড্রেন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কাজ চলাকালীন সময়ে অতি বর্ষায় এবং মালামাল লোড-আনলোডের ফলে রাস্তাটি কিছু কিছু স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা মেরামত করে দেয়ার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী পত্র দ্বারা জানিয়েছেন। এছাড়া রাস্তা যেন ভেঙ্গে না যায় এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ী যেন ভেঙ্গে না পড়ে সে জন্য পুরাতন ওয়াল না ভেঙ্গে কাজ করার জন্য বলেন। সে মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার ভাঙ্গন রক্ষার্থে পুরাতন ওয়াল না ভেঙ্গে কাজ করাসহ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে প্রয়োজনে তিনটি প্যাকেজের এস্টিমেট সংশোধন করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও জনপথের রাস্তা মেরামত করে দেয়ার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, খানজাহান আলী রোড (রয়েল মোড় হতে রূপসা মোড় পর্যন্ত) তিনটি প্যাকেজে ড্রেন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কাজ চলাকালীন সময়ে অতি বর্ষায় এবং মালামাল লোড-আনলোডের ফলে রাস্তাটি কিছু কিছু স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা মেরামত করে দেয়ার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী পত্র দ্বারা জানিয়েছেন। এছাড়া রাস্তা যেন ভেঙ্গে না যায় এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ী যেন ভেঙ্গে না পড়ে সে জন্য পুরাতন ওয়াল না ভেঙ্গে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে। সে মোতাবেক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে তিনটি প্যাকেজের এস্টিমেট সংশোধন করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও জনপথের রাস্তা মেরামত করে দেয়ার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি বলেন, বর্ণিত তিনটি প্যাকেজের এস্টিমেট সংশোধন করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও জনপথের রাস্তা মেরামত করার বিষয়টি অনুমোদনে একমত পোষণ করেন। **প্রশাসকসহ** সভায় উপস্থিত সকলেই উল্লিখিত ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও জনপথের রাস্তা মেরামত করে দেয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খানজাহান আলী রোড (রয়েল মোড় হতে রূপসা মোড় পর্যন্ত) তিনটি প্যাকেজে ড্রেন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কাজ চলাকালীন সময়ে অতি বর্ষায় এবং মালামাল লোড-আনলোডের ফলে রাস্তাটি কিছু কিছু স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা মেরামত করে দেয়ার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী পত্র দ্বারা জানিয়েছেন। এছাড়া রাস্তা যেন ভেঙ্গে না যায় এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ী ভেঙ্গে না পড়ে সে জন্য পুরাতন ওয়াল না ভেঙ্গে কাজ করার জন্য বলেন। সে মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার ভাঙ্গন রক্ষার্থে পুরাতন ওয়াল না ভেঙ্গে কাজ করাসহ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে প্রয়োজনে তিনটি প্যাকেজের এস্টিমেট সংশোধন করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও জনপথের রাস্তা মেরামত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ
৭। বিবিধ-১ঃ	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১৩নং ও ১৫নং ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদ খালি হয়ে গেছে। তাই জনাব খান হাবিবুর রহমান, লাইসেন্স অফিসার (বাণিজ্য), লাইসেন্স (বাণিজ্য) শাখা, কেসিসি-কে ২২নং ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান, জনাব কাজী মোঃ ইমরুল হাসান, সুপারিনটেনডেন্ট অব ট্যাক্সেশন, লাইসেন্স (যানবাহন) শাখা, কালেক্টর অব ট্যাক্সেস হিসেবে কর্মরত, কেসিসি-কে ১৫নং ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান এবং জনাব প্রণব কুমার ঘোষ, এ্যাসেসর, করধার্য শাখা, বর্তমানে ২২নং ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছে, তাকে ১৩নং ওয়ার্ডের দায়িত্ব প্রদান করার জন্য প্রস্তাব করা হলো। **প্রশাসকসহ** উপস্থিত সকলে বর্ণিত বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে (১) জনাব খান হাবিবুর রহমান, লাইসেন্স অফিসার (বাণিজ্য), লাইসেন্স (বাণিজ্য) শাখা, কেসিসি-কে ২২নং ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে (২) জনাব কাজী মোঃ ইমরুল হাসান, সুপারিনটেনডেন্ট অব ট্যাক্সেশন, লাইসেন্স (যানবাহন) শাখা, বর্তমানে কালেক্টর অব ট্যাক্সেস হিসেবে কর্মরত, কেসিসি-কে ১৫নং ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে এবং (৩) জনাব প্রণব কুমার ঘোষ, এ্যাসেসর, করধার্য শাখা, বর্তমানে ২২নং ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কে ১৩নং ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
বিবিধ-২ ঃ	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, গত ১৭ মে ২০২৫ তারিখ স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন-১ শাখার ৪৫০ নং স্মারকের মাধ্যমে উন্নয়ন সহায়তা খাতে বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে ১৫.০০(পনের) কোটি টাকা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অনুকুলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত টাকা দ্বারা আগেই উন্নয়ন কাজের টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। অতপর খুলনা প্রেসক্লাবের উন্নয়নের জন্য ৮.০০(আট) কোটি টাকা প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়। এ সংক্রান্তে মন্ত্রণালয়ে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সাধারণ বরাদ্দ উপ-খাতে ২২ মে ২০২৫ তারিখ স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা থেকে ৪২৭ নং স্মারকের মাধ্যমে ১১.৮৮৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তথ্প্রেক্ষিতে CLCC সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে উক্ত ১১.৮৮৯৮ কোটি টাকা থেকে খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণে ৮.০০(আট) কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার জন্য প্রস্তাবসহ মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় অত্র ১১.৮৮৯৮ কোটি টাকা থেকে খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণে ৮.০০(আট) কোটি টাকা দেয়ার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। খুলনা প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ জানান যে, এই ৮.০০(আট) কোটি টাকা দিয়ে উক্ত প্রেসক্লাব নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে না, আরো টাকার প্রয়োজন হবে। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-২৯,** কেসিসি বলেন, ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে ওয়ার্ড অফিসের খরচ বাবদ কেসিসি থেকে কোন অর্থ দেয়া হয় না এবং উন্নয়ন খাতে ওয়ার্ডে কোন বরাদ্দ না দিয়ে খুলনা প্রেসক্লাবে এত টাকা একত্রে অনুদান দেয়ার বিষয়ে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি খুলনা প্রেসক্লাবের জন্য উল্লিখিত ৮.০০(আট) কোটি টাকা কিস্তিতে দেয়ার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-৫ ও ৬,** কেসিসি বলেন, গত এক বছরে ওয়ার্ডের উন্নয়ন খাতে একটাও প্রকল্পের সুপারিশ দিতে পারা যায়নি। **জনাব শেখ শফিকুল হাসান, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-৩১,** কেসিসি বলেন, প্রত্যেক ওয়ার্ডের রাস্তা-ঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ADP'র বরাদ্দকৃত টাকা ৩১টি ওয়ার্ডে অর্থ বণ্টন করে দেয়ার জন্য প্রশাসক মহোদয়কে অনুরোধ করেন। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, খুলনা প্রেসক্লাবের জন্য আগে বরাদ্দ দিতে হবে এবং উক্ত বরাদ্দ থেকে কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য আনুমানিক ২০-৩০ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। এই কনসালটেন্ট নিয়োগের অর্থ প্রেস ক্লাবের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা থেকে খরচ করা যেতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজের টেন্ডার ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। এ বছর ADP'র এ্যালোকেশন কত টাকা পাওয়া যাবে তা ১৫/২০ দিনের মধ্যে জানা যাবে। তখন ওয়ার্ড ভিত্তিক উন্নয়ন খাতে বণ্টন করে দেয়া যাবে।

চলমান

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেসিসি'র অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দ ১৫.০০(পনেরো) কোটি টাকা থেকে খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণে ৮.০০(আট) কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার কথা। কিন্তু প্রেসক্লাব এর জন্য বরাদ্দ ৮.০০(আট) কোটি টাকা প্রদান করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে পত্র আসার আগেই ১৫.০০(পনেরো) কোটি টাকা থেকে কেসিসি'র বিভিন্ন কাজের টেন্ডার করা হয়ে গেছে। সে কারণে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত ৮.০০(আট) কোটি টাকা একবারে প্রদান করা সম্ভব নয় বিধায় পর্যায়ক্রমে খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণের জন্য ৪.০০(চার) কোটি টাকা এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৪.০০(চার) কোটি টাকা প্রদান করা যেতে পারে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন খাতে ADP'র অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে ওয়ার্ড ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য তা বণ্টন করে দেয়া হবে। উপস্থিত সকলে উল্লিখিত বিষয়ে একমত পোষণ করেন। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৯ এর ১০৪'র (ঘ)(ঈ) মোতাবেক একক উৎস ভিত্তিক পরামর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ড্রয়িং, ডিজাইন, BOQ ডিটেইলস এষ্টিমেট ইত্যাদি প্রণয়নের জন্য যে কনসালটেন্ট নিয়োগ দেয়া হবে তাকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণের জন্য ৮.০০(আট) কোটি টাকা পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে ৪.০০(চার) কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪.০০(চার) কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং খুলনা প্রেসক্লাব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য OTM পদ্ধতিতে ড্রয়িং, ডিজাইন, এষ্টিমেট, BOQ ইত্যাদি প্রণয়নের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া উন্নয়ন খাতে ADP'র বরাদ্দ পাওয়া গেলে কেসিসি'র ওয়ার্ড ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য অর্থ বণ্টন করে দেয়া হবে।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৩ ঃ	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, পূর্ত বিভাগে উচ্চ পদে ডেপুটেশনে লোক আনার জন্য প্রশাসক স্যার মতব্যক্ত করেছেন। তা করলেও চলবে। প্রশাসক মহোদয়ের প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে কেসিসিতে লোক নিয়োগের জন্য অনুমোদন হয়ে এসেছে। পূর্ত বিভাগে এই মূহুর্তে উন্নয়ন কাজের জন্য ০১(এক) জন সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এবং ০৪(চার) জন উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) নিয়োগ না দিলে পূর্ত বিভাগের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাই এ বিভাগে লোক নিয়োগ দেয়া একান্ত প্রয়োজন। **জনাব সেলিমুল আজাদ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-২০,** কেসিসি বলেন, পূর্ত বিভাগে অনেক ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্ট আছে যারা ডিপ্লোমা প্রকৌশল কোর্স পাশ করেছে এবং তাদের সার্টিফিকেট আছে। তারা পূর্ত কাজের সাথে দীর্ঘদিন জড়িত থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তিনি তাদেরকে নিয়োগের বিষয়ে বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। **প্রশাসক** বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনে জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিয়োগের শর্তাবলী পূরণ হলে কেসিসিতে কর্মরত ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্টদেরকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদের জন্য বিবেচনা করা হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে জনবল নিয়োগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া নিয়োগের শর্তাবলী পূরণ হলে কেসিসির ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্টদেরকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে আবেদন সাপেক্ষে নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৪ ঃ	**জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-২৯,** কেসিসি বলেন, কর্মচারী ইউনিয়নের কল্যাণ তহবিলের আত্মসাৎকৃত ৪১,২০,৩০০/-(এক চল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার তিনশত) টাকা ৩০/০৯/২০১২১ তারিখে উদ্ধার করার জন্য অফিস অর্ডার দেয়া আছে। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত টাকা উদ্ধার হয়নি। কর্মচারীরা যাতে উক্ত টাকা অতিদ্রুত পেতে পারে তার জন্য তিনি প্রশাসক মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। **জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং-৮,** কেসিসি বলেন, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল, এখন শুধু টাকা জমা দেয়ার বিষয়। কর্মচারী ইউনিয়নের টাকা যখন তছরূপ হয়েছিল তখন তিনি চাকুরিচ্যুত ছিলেন এবং ইউনিয়ন চালায় শ্রম অধিদপ্তর। জেডিএল-এ বলা হয়েছে কমিটির সকলকেই টাকা দিতে হবে এবং সেখানে একবার সিদ্ধান্ত হয়েছে ১০ জনে টাকা দিবে, পরে আবার সিদ্ধান্ত হয়েছে ২০ জনে টাকা দিবে। দোদুল্যমান অবস্থায় থাকার কারণে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার,** কেসিসি বলেন, এ বিষয়ে ইতোপূর্বে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত টাকা উদ্ধারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। **প্রশাসক** বলেন, কেসিসি'র কর্মচারী ইউনিয়নের কল্যাণ তহবিলের যে টাকা তছরূপ হয়েছিল দায়ী ব্যক্তিদের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সেই টাকা জমা দিতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আত্মসাৎকৃত টাকা জমা না দিলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি'র কর্মচারী ইউনিয়ন কর্তৃক পরিচালিত কল্যাণ তহবিলের আত্মসাৎকৃত ৪১,২০,৩০০/-(এক চল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার তিনশত) টাকা কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি উজ্জ্বল কুমার সাহা, সাধারণ সম্পাদক শেখ মহিউদ্দিন হোসেন এবং ভারপ্রাপ্ত ক্যাশিয়ার মোঃ সাইফুর রহমানকে পত্র প্রাপ্তির ০৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে কেসিসি'র হিসাব বিভাগে জমা প্রদান করে সাধারণ প্রশাসনিক শাখাকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যর্থতায় তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা ও হিসাব বিভাগ
বিবিধ-৫ ঃ	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসি বলেন, খুলনা নগরীর ১৬নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত বয়রা রায়েরমহল এলাকার আন্দিরঘাট জামে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা ভবনটির দোতলার অবশিষ্ট কাজ (যেমন-প্লাস্টার, দরজা, জানালা, থাইগ্রাস, ইলেকট্রিক, স্যানিটারী, টাইলস ইত্যাদি) সম্পন্ন করার জন্য ৪,০০,০০০/-(চারলক্ষ) টাকা অনুদান সহায়তা চেয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আবেদন করেছেন। তাদের আবেদনের বিষয়টি তিনি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। প্রশাসকসহ উপস্থিত সকলেই উক্ত মাদ্রাসার উন্নয়নে সাধারণ তহবিল থেকে ৪,০০,০০০/-(চারলক্ষ) টাকা অনুদান প্রদানে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা নগরীর ১৬নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত বয়রা রায়েরমহল এলাকার আন্দিরঘাট জামে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা ভবনটির দোতলার অবশিষ্ট কাজ (যেমন-প্লাস্টার, দরজা, জানালা, থাইগ্রাস, ইলেকট্রিক, স্যানিটারী, টাইলস ইত্যাদি) সম্পন্ন করার জন্য কেসিসি'র সাধারণ তহবিল থেকে ৪,০০,০০০/-(চারলক্ষ) টাকা অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
বিবিধ-৬ ঃ	**জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি বলেন,** ছাত্র জনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান দিবস উদযাপন সংক্রান্তে স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ০১ জুলাই ২০২৫খ্রি. তারিখের ৫৭৮ নং স্মারকে সভা করার নির্দেশনা থাকায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গত ০৯/০৭/২০২৫ খ্রি. তারিখ কেসিসি'র সভা কক্ষে প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করা হয়। বর্ণিত কমিটির আহবায়কগণ স্ব স্ব কমিটির সদস্যদের নিয়ে পৃথক পৃথক সভার মাধ্যমে কর্মসূচি ও বাজেট প্রণয়ন করেন। যা পরবর্তীতে প্রশাসনিক অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন উপ-কমিটির খরচ বাবদ অগ্রিম করেন। গৃহিত অগ্রিমের টাকা বর্তমানে সমন্বয় করা প্রয়োজন। উপ-কমিটিসমূহের অগ্রিম টাকা ও ব্যয়ের খাত নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

ক্র: নং	ব্যয় বিবরণী	ব্যয়কৃত টাকার পরিমান	ভ্যাট ও উৎস কর	মোট টাকা
(১)	**কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা উপ-কমিটির ব্যয়** (পুরষ্কার ক্রয়, আপ্যায়ন, সাউন্ড সিস্টেম, দাওয়াত পত্র ও খাম, ব্যানার, রেকর্ডিংসহ মাইক, ফটোগ্রাফার, ডেকোরেশন ও গেট তৈরি, ফটোগ্রাফার, সম্মানী, ফুলের ট্রে, কুইজ সামগ্রী, সার্টিফিকেট তৈরি ইত্যাদি) আহবায়ক: জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার , কেসিসি অগ্রিম গ্রহণকারী : জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার , কেসিসি	৩,৯০,৭০০/-	৩০,৪১৫/-	৪,২১,১১৫/-
(২)	**ফুটবল টুর্ণামেন্ট আয়োজন উপ-কমিটির ব্যয়** (জার্সি, মগ, ফুটবল, ফ্লাগ, ট্রফি, ব্যাক ড্রপ, প্লে-কার্ড ক্রয়, মাইক ও সাউন্ড বক্স, চেয়ার ও সোফা, মিডিয়ার সম্মানী, ত্রিপল ভাড়া, মাঠ প্রস্তুত ও সাজসজ্জা, বেলুন, প্যানা ইত্যাদি) আহবায়ক : জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, চীফ এ্যাসেসর, কেসিসি অগ্রিম গ্রহণকারী : জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, চীফ এ্যাসেসর, কেসিসি ও জনাব মোঃ নাজমুল হক, সুপারিনটেনডেন্ট (এ্যাসেসমেন্ট), কেসিসি	১,০২,৯০০/-	১১,৭৯০/-	১,১৪,৬৯০/-
(৩)	**র‌্যালি বাস্তবায়ন উপলক্ষ্যে উপকরণসহ অন্যান্য মোট ব্যয়** (স্টেজ তৈরি, টিস্যু, কাপড়, ঝালট, ব্যানার, কবুতর, বেলুন ও ফেস্টুন, মাইকিং-রেকডিং ও ডকুমেন্টরি, ফটোগ্রাফার, গাড়ি, স্কাউট ও বাদকদল, মাথার ব্যান্ড-পতাকা ও পাইপ, ভিডিও ড্রোন ক্যামেরা, ফেস্টুন, আপ্যায়ন ও অন্যান্য বাবদ) আহবায়ক : জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি অগ্রিম গ্রহণকারী : জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি	৯৯,০০০/-	১০,৮৭৫/-	১,০৯,৮৭৫/-

আলোচনা					সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক্রঃ নং	ব্যয় বিবরণী	ব্যয়কৃত টাকার পরিমান	ভ্যাট ও উৎস কর	মোট টাকা	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ০৫ আগস্ট ছাত্র জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণিত ৪টি উপ-কমিটির ব্যয় অনুমোদন ও নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ	
(৪)	**সাজ-সজ্জা উপলক্ষ্যে উপকরণসহ ব্যয়** (সড়ক ও স্থাপনা আলোক সজ্জা, সড়কে ব্রান্ডিং, পিকআপ সজ্জা, এলইডি ডিসপ্লে, রঙ্গিন পতাকা, ফেস্টুন, বিলবোর্ড, কাটআউট) আহবায়ক : জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি অগ্রিম গ্রহণকারী : জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), কেসিসি	৫,২৯,২০০/-	৭৯,৩৮০/-	৬,০৮,৫৮০/-	(১) কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা উপ-কমিটির মোট ব্যয় ৩,৯০,৭০০/-টাকা এবং ভ্যাট ও উৎস কর বাবদ ৩০,৪১৫/-টাকাসহ সর্বমোট ৪,২১,১১৫/-(চার লক্ষ একুশ হাজার একশত পনের) টাকা ব্যয় অনুমোদন ও সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ
	সর্বমোট ব্যয়	১১,২১,৮০০/-	১,৩২,৪৬০/-	১২,৫৪,২৬০/-	(২) ফুটবল টূর্ণামেন্ট আয়োজন উপ-কমিটির মোট ব্যয় ১,০২,৯০০/-টাকা এবং ভ্যাট ও উৎস কর বাবদ ১১,৭৯০/-টাকাসহ সর্বমোট ১,১৪,৬৯০/-(এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শত নব্বই) টাকা ব্যয় অনুমোদন ও সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ
::	উপস্থিত সকলে উপরে বর্ণিত ব্যয়সমূহের অগ্রিমকৃত টাকা সমন্বয়ের জন্য একমত পোষণ করেন।				(৩) র‍্যালি বাস্তবায়ন উপলক্ষ্যে উপকরণসহ অন্যান্য মোট ব্যয় ৯৯,০০০/-টাকা এবং ভ্যাট ও উৎস কর বাবদ ১০,৮৭৫/-টাকাসহ সর্বমোট ১,০৯,৮৭৫/-(এক লক্ষ নয় হাজার আটশত পঁচাত্তর) টাকা ব্যয় অনুমোদন ও সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ
					(৪) সাজ-সজ্জা উপলক্ষ্যে উপকরণসহ মোট ব্যয় ৫,২৯,২০০/-টাকা এবং ভ্যাট ও উৎস কর বাবদ ৭৯,৩৮০/-টাকাসহ সর্বমোট ৬,০৮,৫৮০/-(ছয় লক্ষ আট হাজার পাঁচশত আশি) টাকা ব্যয় অনুমোদন ও সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৭ঃ	**জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি** বলেন, গত ১৯/০৮/২০২৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত খুলনা প্রেসক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মতে খুলনা প্রেসক্লাবের সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যুর পর তাদের পরিবারকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইএফআইসি ব্যাংক, খুলনা শাখায় 'KPC Members & Employee Support Fund' নামে একটি নতুন হিসাব খোলা হয়েছে (যার হিসাব নম্বর-০২৩০২৪৬৭৯০০৩১)। বর্ণিত ফান্ডে মানবিক সহায়তা হিসেবে খুলনা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে কেসিসি'র প্রশাসক মহোদয়ের নিকট উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। তাই তিনি খুলনা প্রেসক্লাবের উক্ত ফান্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। **সভাপতিসহ** উপস্থিত সকলেই খুলনা প্রেসক্লাবের সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যুর পর তাদের পরিবারকে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'KPC Members & Employee Support Fund' আইএফআইসি ব্যাংক, খুলনা শাখায় হিসাব নম্বর ০২৩০২৪৬৭৯০০৩১-তে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ৪,০০,০০০/-(চার লক্ষ) টাকা প্রদানের অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা প্রেসক্লাবের সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যুর পর তাদের পরিবারকে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'KPC Members & Employee Support Fund' আইএফআইসি ব্যাংক, খুলনা শাখায় হিসাব নম্বর ০২৩০২৪৬৭৯০০৩১-তে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ৪,০০,০০০/-(চার লক্ষ) টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	হিসাব বিভাগ

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্মারক নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৫-১০৯ তারিখ ঃ ১৭/০৭/২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ।
২। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

১৭/০৭/২০২৫
মোঃ ফিরোজ সরকার
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৫-১০৯ (৭) তারিখ ঃ ১৭/০৭/২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি এ টু প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

১৭/০৭/২০২৫
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।